প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **কিশোরগঞ্জ**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **১৪ টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)**

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
director_general@archaeology.gov.bd | www.archaeology.gov.bd

ক্রম	প্রত্নস্থল/ পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**কবি দ্বীজবংশী দাসের মন্দির**		কিশোরগঞ্জ সদর নীলগঞ্জ	২৪°২৯'৪৪.০"উ. ৯০°৪৮'০৩.৭"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ এপ্রিল, ১৯৮৭ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৭)	ফুলেশ্বরী নদীর উত্তর পাড়ে কবি দ্বীজ বংশীদাস মন্দিরটি কালের সাক্ষী হিসেবে আজও দাড়িয়ে রয়েছে। মন্দিরটি আনুমানিক ১১ মিটার উঁচু এবং এক শিখর ও এক কক্ষ বিশিষ্ট। সরলরেখায় নির্মিত মন্দিরটি ভূমি থেকে ৩৯ সে.মি. উঁচু প্লাটফরমের উপর অবস্থিত। মন্দিরটি অষ্টভূজাকার এবং দক্ষিণ দিকে মাত্র একটি প্রবেশ পথ রয়েছে। অর্ধ-বৃত্তাকার খিলানযুক্ত প্রবেশ পথের প্রশস্ততা ৭৫ সে.মি। মন্দিরের দেয়ালের প্রশস্ততা ৭৫ সে.মি.। উল্লেখ্য যে, দ্বীজ বংশীদাস ছিলেন মধ্য যুগের কবি।
২.	**কবি চন্দ্রাবতীর মন্দির**		কিশোরগঞ্জ সদর নীলগঞ্জ	২৪°২৯'৪৪.২"উ. ৯০°৪৮'০৩.৪"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ এপ্রিল, ১৯৮৭ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৭)	অস্টভুজাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত কবি চন্দ্রাবতীর মন্দির। চন্দ্রাবতী মধ্য যুগের কবি দ্বীজ বংশী দাসের কন্যা, বাংলার প্রথম বিখ্যাত নারী কবি। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কবি চন্দ্রাবতী এ মন্দিরটি নির্মাণ করেন মর্মে জনশ্রুতি রয়েছে।
৩.	**আওরঙ্গজেব মসজিদ**		পাকুন্দিয়া	২৪°২৯'৪৪.০"উ. ৯০°৪৮'০৩.৭"পূ.	আসাম গেজেট ১৭ আগস্ট, ১৯০৯	সুতিয়া নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত আওরঙ্গজেব মসজিদটি ১৬৬৯ খ্রি. সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে নির্মিত বলে জনশ্রুতি রয়েছে। চর্তুভুজাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত মসজিদ। পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে যেগুলো ফুলেল নকশায় সজ্জিত। এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার এ মসজিদের তিন দিকেই (উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব) স্থানীয়দের দ্বারা আধুনিক কাঠামো নির্মাণ করে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। টাইলস সংযোজন করা হয়েছে এবং আদি বৈশিষ্ট নষ্ট করা হয়েছে।
৪.	**গড়াই মসজিদ**		নিকলী গ্রাম: গড়াই	-	আসাম গেজেট ১৭ আগস্ট, ১৯০৯	জনশ্রুতি রয়েছে, বারবকশাহ্‌র রাজত্ব কালে স্থানীয় শাসনকর্তা মজলিস-ই-আলী কর্তৃক ৮৭১ হিজরীতে (১৪৬৭খ্রি.) গড়াই মসজিদ নির্মাণ করেন। বর্গাকার মসজিদটিতে পাথরের ব্যবহার দেখা যায়। এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের পূর্ব উত্তর ও দক্ষিণ দিকে স্থানীয়দের দ্বারা আধুনিক কাঠামো নির্মাণ করে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। মসজিদের সম্পূর্ণ অংশটিতেই আধুনিক নির্মাণ উপকরণ টাইলস সংযোজন এবং বিভিন্ন রং ব্যবহার করা হয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল/ পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫.	**কুতুব মসজিদ**	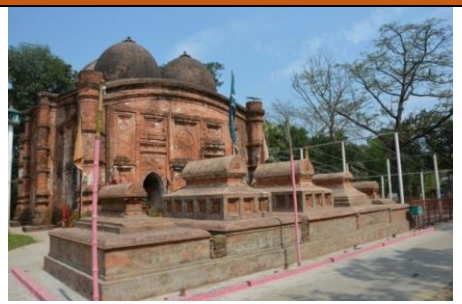	অষ্টগ্রাম	২৪°১৬'৪৪.৩"উ. ৯১°০৬'৩৯.১"পূ.	আসাম গেজেট ১৭ আগস্ট, ১৯০৯	এই মসজিদটি মোঘল আমলের ক্রান্তিকালীন সময়ের স্থাপত্যকলার একটি অনন্য নিদর্শন। জনশ্রুতি রয়েছে, কুতুবশাহ নামক দরবেশ কুতুব মসজিদ নির্মাণ করেন। উত্তর দক্ষিণে লম্বা এ মসজিদের চার কোণে ৪টি অষ্টভূজাকার বুরুজ বা মিনার রয়েছে। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে দু'টি করে অর্ধ-বৃত্তাকার খিলানে প্রবেশ পথ আছে। মসজিদের ভিতর পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহরাব। মিহরাবের তিন পাশে পোড়ামাটির ফলক চিত্র দ্বারা সুসজ্জিত রয়েছে। মসজিদের ছাদে রয়েছে ৫টি গম্বুজ। কেন্দ্রীয় গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত বড়। কেন্দ্রীয় গম্বুজের চার কোণে বাকি ৪টি গম্বুজ রয়েছে।
৬.	**শাহ মোহাম্মদ মসজিদ**	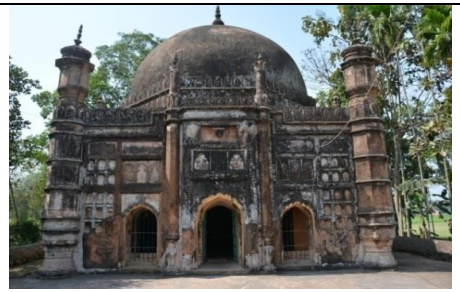 	পাকুন্দিয়া	২৪°১৫'৪১.১"উ. ৯০°৩৯'৫০.০"পূ.	প্রত্নচর্চা-২ পৃষ্ঠা নং-১১৩	জনশ্রুতি রয়েছে, শাহ মোহাম্মদ দরবেশ মসজিদটি নির্মাণ করেন। তবে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অধ্যাপক দানীর মতে ১৬৮০ সালে মসজিদটি নির্মিত। এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩টি প্রবেশ পথ ও পশ্চিম দেয়ালে ভিতরের দিকে ৩টি মিহরাব আছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড়।
৭.	**সাদী মসজিদ**		পাকুন্দিয়া	২৪°১৫'৪৪.৯"উ. ৯০°৩৯'৩৪.৮"পূ.	প্রজ্ঞাপন নং-৮৮৪৯.এল.এ ১০ নভেম্বর, ১৯২৪ *Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 20)*	শিলালিপি থেকে জানা যায়, সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে শেখ শিরুর পুত্র সাদী ১০৬২ হিজরীতে (১৬৫২) এ মসজিদ নির্মাণ করেন। এক গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত বড়। প্রবেশ পথ গুলোর চারদিকে পোড়ামাটির চিত্র ফলক দ্বারা সজ্জিত। পশ্চিম দেয়ালে ভিতর ৩টি পোড়ামাটির ফলক অলংকৃত মিহরাব আছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল/ পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮.	**সাহেব বাড়ী জামে মসজিদ**		তাড়াইল	২৪°৩৪'০৪.৫"উ. ৯০°৫৩'৪৭.১"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১১ মে, ১৯৯৫	তিন গম্বুজ বিশিষ্ট সাহেব বাড়ি জামে মসজিদের চারদিকে অনুচ্চ বেষ্টনী প্রাচীর আছে। প্রাচীরের প্রশস্ততা ৬০ সে.মি.। মসজিদের চার কোণে ৪টি মিনার বা ট্যারেট রয়েছে। মসজিদের উত্তর পূর্ব দিকে আধুনিক টিনশেড নির্মাণ কওে মসজিদটি সম্প্রসারিত করা হয়েছে।
৯.	**পুরাতন জামে মসজিদ**		তাড়াইল	-	-	আনুমানিক খ্রি: ১৭ শতকে নির্মাণ করা হয়েছে। [মসজিদটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে।]
১০.	**ঈশা খাঁর স্মৃতি বিজরিত জঙ্গলবাড়ী**		করিমগঞ্জ	২৪°২৭'০১.৮"উ. ৯০°৫০'৩১.৩"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২১ মে, ২০০৯ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭২ ও ৩৭৩)	কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলাধীন জঙ্গলবাড়ী একটি গ্রাম। প্রত্নসাক্ষ্যের আলোকে জানা যায়, এ স্থানে একটি দুর্গ ছিল। বাংলার বার ভূঁইয়াদের নেতা ঈশা খাঁ এ দুর্গে বসবাস করতেন বলে জানা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে এগারসিন্দু দুর্গে সংঘটিত যুদ্ধে মোঘল সেনাপতি মানসিংহের নিকট ঈশা খাঁ পরাজিত হন। তখন তিনি লক্ষণ হাজরাকে বিতাড়িত করে এ দুর্গ অধিকার করেন বলে জানা যায়। ঈশা খাঁর এ দুর্গের অভ্যন্তরে অনেক ইমারতাদি নির্মাণ করেন। তাঁর বংশধরদের বাড়িঘর জঙ্গলবাড়ি গ্রামে এখনও আছে।
১১.	**ঈশা খাঁর স্মৃতি বিজরিত জঙ্গলবাড়ী মসজিদ** (ঈশা খাঁর মসজিদ)		করিমগঞ্জ	২৪°২৭'০২.৭"উ. ৯০°৫০'৩১.৫"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২১ মে, ২০০৯ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭২ ও ৩৭৩)	কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলাধীন জঙ্গলবাড়ী গ্রামে মসজিদটি অবস্থিত। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদেও পূর্ব দেয়ালে তিনটি প্রবেশদ্বার রয়েছে। স্থানীয়দেও আধুনিক সংস্কার ও নির্মাণ কাজের ফলে মসজিদটির আদি বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়েছে। তবে মসজিদটির কাঠামো ঠিক রয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল/ পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২.	**বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার সত্যজিত রায়ের পৈত্রিক বসত বাড়ি**		কটিয়াদী	২৪°১৬'৪৫.০০" উ. ৯০°৪৪'৩৫.০০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৯)	কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলায় বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার সত্যজিত রায়ের পৈত্রিক বসতবাড়ি অবস্থিত। সত্যজিৎ রায়ের পৈত্রিক বসত বাড়িতে কোন উৎকীর্ণ লিপি না থাকায় এর সঠিক নির্মাণকাল জানা যায়নি। চন্দ্র দাস প্রমুখ ব্যক্তিদের মতে ইমারতটি প্রায় দুইশত বছরের পুরাতন।
১৩.	**রঘুনাথ ভবন**		মির্জাপুর, চরফরাদি, পাকুন্দিয়া	২৪°১৮'২৪.০০" উ. ৯০°৩৮'৫৩.০০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬০৫)	পাকুন্দিয়া উপজেলার মির্জাপুর গ্রামে রঘুনাথ ভবন অবস্থিত। শশীমোহন সাহা রায় ১৩২৬ বঙ্গাব্দে বাড়িটি নির্মাণ করেন। বাড়িটি একটি অনুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত। বাউন্ডারি প্রাচীরের আয়তন উত্তর-দক্ষিণ ৭৮ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৫১ মিটার। বাড়িটি তিনটি অংশে বিভক্ত। রঘুনাথ ভবনটি মাঝখানের অংশে অবস্থিত যা দেখতে ইংরেজি L বর্ণের ন্যায়। ভবনটির সামনে বারান্দা ও মাঝখানে সিঁড়ি রয়েছে। বারান্দার পরে মূল ছাদের উপর পেডিমেন্ট রয়েছে। পেডিমেন্টে লেখা রয়েছে- রঘুনাথ ভবন সন ১৩২৬, ১৮ অগ্রহায়ণ।
১৪.	**আনন্দ মোহন বসুর বাড়ি**		ইটনা	২৪°৩০'৩৫.০১" উ. ৯১°০৮'২৩.৭২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৪ এপ্রিল ২০২৪ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-১৯৩)	কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলা শহর হতে ৯ কিলোমিটার দক্ষিণ উত্তর-পূর্বে জয়সিদ্ধি গ্রামে বোলাকট নদীর দক্ষিণ তীরে আনন্দ মোহন বসুর পূর্ব পুরুষের এ বাড়িটি অবস্থিত। আনন্দ মোহন বসু ছিলেন উপমহাদেশের প্রথম র‍্যাংলার। ময়মনসিংহ জেলার আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চায় তিনি বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। ময়মনসিংহ শহরে তিনি ময়মনসিংহ ইনস্টিটিউসন ও সিটি কলেজিয়েট স্কুল (বর্তমান আনন্দ মোহন কলেজ) প্রতিষ্ঠা করেন। বাড়িটি আয়তকার ভূমি নকশায় নির্মিত। ভবনগুলো নির্মাণে ইটের গাঁথুনীতে চুন-সুরকির ব্যবহার করা হয়েছে। ভবনটির কক্ষগুলোর প্রবেশ দরজার উপরিভাগে মহিষের মাথা, ফুল, লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশায় সজ্জিত। মূল বাস ভবনের দক্ষিণ পাশে রয়েছে ঠাকুর ঘর ও রন্ধনশালা। ঠাকুর ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব পাশে রয়েছে দূর্গা মন্দির ও দক্ষিণ-পশ্চিম পাশে রয়েছে কাচারি ঘর এবং দক্ষিণে রয়েছে রংমহল।